গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০
www.mole.gov.bd

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.১৫.০৯.২০১৬- ৫৫৮ তারিখঃ ২১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে অফিস সহায়ক মো: কামরুল হাসান বিভিন্ন কর্মস্থলে থাকাকালীন দাপ্তরিক কাজে অসহযোগিতা ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে ডিআইএফই কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি)-অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে ০৫/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। জনাব মো: কামরুল হাসান-কে অভিযোগ নামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক মহাপরিদর্শক, ডিআইএফই কর্তৃক গত ২৫-০৭-২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মচারীর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুমিল্লার উপমহাপরিদর্শক জনাব মো: ইকবাল আহম্মেদ-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে অফিস সহায়ক জনাব মো: কামরুল হাসান এর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকালীন দাপ্তরিক কাজে অসহযোগীতা ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) মোতাবেক তার বেতনবৃদ্ধি ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দন্ড প্রদান করা হয় এবং শাস্তি আরোপকৃত ০৫ (পাঁচ) বছর শেষ হলে অভিযুক্ত কর্মচারী শাস্তি হিসেবে আরোপিত স্থগিত বেতন বৃদ্ধি কিংবা বকেয়া বেতন দাবি করতে পারবেন না মর্মেও আদেশে উল্লেখ করা হয়। উক্ত আদেশ পুন:বিবেচনার জন্য তিনি সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন। গত ১৩-০৫-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তার বিরুদ্ধে আনীত উপরিউক্ত অভিযোগ এর বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তার সপক্ষে কোন প্রমাণক কাগজপত্র ও সাক্ষী হাজির করতে পারেননি বিধায় তার আপীল আবেদনটি নামঞ্জুর করত: আরোপকৃত দন্ড বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার অফিস সহায়ক (পদ অবনত) জনাব মো: কামরুল হাসান তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পক্ষে কোন প্রমাণক কাগজপত্র ও সাক্ষী হাজির করতে পারেননি। সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(বি) অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২৪-১২-২০১৭ তারিখের ৪০.০১. ০০০০. ১০১.৩১.৬০১.১৭-৯০৭ (৯) স্মারকে আরোপকৃত বেতন বৃদ্ধি ৫(পাঁচ) বছরের জন্য স্থগিত রাখা এবং শাস্তি আরোপকৃত ০৫ (পাঁচ) বছর শেষ হলে অভিযুক্ত কর্মচারী শাস্তি হিসেবে আরোপিত স্থগিত বেতন বৃদ্ধি কিংবা বকেয়া বেতন দাবি করতে না পারার দন্ড বহাল রাখা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(আফরোজা খান)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.১৫.০৯.২০১৬- ৫৫৮/১(৫) তারিখঃ ২১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সিজিএ অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। জনাব মো: কামরুল হাসান, অফিস সহায়ক (নিম্নপদ অবনত), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।

২১.০৬.২০১৮
(দিল আফরোজা বেগম)
উপসচিব (শাখা-১০)
ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০

D/New doc/Case-2017